পাট ও সমবর্গীয় তন্তু চাষিদের জন্য কৃষি পরামর্শ

প্রকাশনা

ভা.কৃ.অনু.প- ক্রিজাফ, ব্যারাকপুর

১৬-২৫ মে, ২০২০ (সংস্করণ সংখ্যাঃ ০৭/২০২০)

भा.कृ.अ.प. -केन्द्रीय पटसन एवं समवर्गीय रेशा अनुसंधान संस्थान

ICAR-Central Research Institute for Jute and Allied Fibers

An ISO 9001: 2015 Certified Institute

Barrackpore, Kolkata-700120, West Bengal

www.crijaf.org.in

भा.कृ.अ.प. -केन्द्रीय पटसन एवं समवर्गीय रेशा अनुसंधान संस्थान
ICAR-Central Research Institute for Jute and Allied Fibers

পাট ও সহযোগী ফসল উৎপাদনকারী চাষিদের জন্য কৃষি-পরামর্শ
১৬-২৫ মে, ২০২০

(I) পাট উৎপাদনকারী রাজ্যগুলির এই সপ্তাহের সম্ভাব্য আবহাওয়ার পরিস্থিতি

রাজ্য/ কৃষি-জলবায়ু অঞ্চল/ জেলা	আবহাওয়ার পূর্বাভাস
গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, হুগলী, হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বাঁকুড়া, বীরভূম	আগামী ১৯ শে মে বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির (মোট ১১ মিলিমিটার পর্যন্ত) সম্ভাবনা। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৩-৩৯ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৩-২৬ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মতো থাকবে।
হিমালয় সন্নিহিত পশ্চিমবঙ্গ দার্জিলিং, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা	আগামী চার দিন বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি (মোট ১০৯ মিলিমিটার পর্যন্ত) বৃষ্টির সম্ভাবনা। এই অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৮-৩৬ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৮-২৬ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মতো থাকবে। মালদা এবং দক্ষিণ দিনাজপুরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৬-৩৯ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৬-২৭ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মতো থাকবে। হালকা বৃষ্টির (১০ মিলিমিটার পর্যন্ত) সম্ভাবনা।
আসামঃ মধ্য ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ক্ষেত্র মরিগাঁও, নওগাঁও	আগামী চার দিন বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি (মোট ৬১ মিলিমিটার মতো) বৃষ্টির সম্ভাবনা। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩১-৩৩ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২১-২২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মতো থাকবে।
আসামঃ নিম্ন ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ক্ষেত্র গোয়ালপাড়া, ধুবড়ি, কোকড়াঝাড়, বঙ্গাইগাঁও, বরপেটা, নলবাড়ি, কামরূপ, বাক্সা, চিরাঙ্গ	আগামী চার দিন বজ্রবিদ্যুৎ সহ মাঝারি থেকে ভারী (মোট ১৫৭ মিলিমিটার পর্যন্ত) বৃষ্টির সম্ভাবনা। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৯-৩২ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২০-২৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মতো থাকবে।
বিহারঃ কৃষি-জলবায়ু অঞ্চল ২ (উত্তর-পূর্ব অঞ্চল) পূর্ণিয়া, কাটিহার, সহর্ষ, সুপৌল, মাধেপুরা, খাগারিয়া, আরারিয়া, কিষাণগঞ্জ	আগামী চার দিন হালকা থেকে মাঝারি (মোট ৫৬ মিলিমিটার পর্যন্ত) বৃষ্টির সম্ভাবনা। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩২-৪০ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২১-২৭ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মতো থাকবে।
উড়িষ্যাঃ উত্তর-পূর্ব তটীয় সমভূমি বালেশ্বর, ভদ্রক, জাজপুর	আগামী চার দিন বজ্রবিদ্যুৎ সহ মাঝারি থেকে ভারী (মোট ৫৭ মিলিমিটার পর্যন্ত) বৃষ্টির সম্ভাবনা। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৯-৩৬ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২২-২৬ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মতো থাকবে।
উড়িষ্যাঃ উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব সমতল অঞ্চল কেন্দ্রপাড়া, খুর্দা, জগৎসিংহপুর, পুরী, নয়াগড়, কটক (আংশিক) এবং গঞ্জাম (আংশিক)	আগামী চার দিন বজ্রবিদ্যুৎ সহ মাঝারি থেকে ভারী (মোট ১২৭ মিলিমিটার পর্যন্ত) বৃষ্টির সম্ভাবনা। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৯-৩৬ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২১-২৬ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মতো থাকবে।

তথ্য সূত্রঃ ভারতীয় আবহাওয়া বিভাগ (http://mausam.imd.gov.in) এবং www.weather.com

Copyright © ICAR-CRIJAF, Barrackpore

II. পাট চাষিদের জন্য কৃষি পরামর্শ

১। সময় মতো (২৫ মার্চ-১০ এপ্রিল) লাগানো পাটের জন্য (ফসলের বয়সঃ ৫০-৬০ দিন)

- প্রাক-বর্ষার মরশুমে কালবৈশাখীর হঠাৎ বেশি বৃষ্টি হয়ে পাটের জমি জলমগ্ন হয়ে যেতে পারে, তাতে পাটের বৃদ্ধিতে বিরূপ প্রভাব পড়ে। তাই এই সময়, পাটের জমিতে ঢাল অনুসারে, ১০ মিটার দূরে দূরে, ২০ সেন্টিমিটার চওড়া ও ২০ সেন্টিমিটার গভীর জল নিকাশি নালা বানাতে হবে, যাতে বেশি বৃষ্টির অতিরিক্ত জল জমি থেকে বেরিয়ে যেতে পারে। আদর্শ অবস্থায় প্রতি বর্গ মিটারে ৫৫-৬০ টি পাটের চারা বজায় রাখুন।
- পাট গাছের ৩০-৫০ দিন বয়সে, পাতের ডগার বন্ধ পাতাগুলি, বৃষ্টির পরে ধূসর পোকার (গ্রে উইভিল) দ্বারা আক্রান্ত হয়। গাছ বড় হবার সাথে সাথে, পাতার কাটা অংশগুলো বড় হতে থাকে। এই পোকা ধূসর বর্ণের, তার উপর সাদা বিন্দু বিন্দু দাগ, মাথা লম্বাটে - এদের পাতার উপরে দেখতে পাওয়া যায়। ক্লোরপাইরিফস্ (৫০ ইসি) এবং সাইপারমেথ্রিন্ (৫ ইসি) এর মিশ্রণ, ১.০-১.৫ মিলিলিটার বা ক্লোরপাইরিফস্ (২০ ইসি) ২ মিলিলিটার বা কুইন্যালফস্ (২৫ ইসি) ১.২৫ মিলিলিটার/ প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- চাষিদের বিশেষভাবে সতর্ক হতে হবে যে - বৃষ্টির পরে যদি দিনের তাপমাত্রা বাড়ে ও বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমান বেড়ে যায় - এই অবস্থায় শুঁয়োপোকার প্রাথমিক আক্রমণ হতে পারে। পাতার উপর এই পোকার ডিম ও ছোট ছোট শুককীট এক জায়গায় দলবদ্ধ ভাবে দেখা যায়। পরে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে ও পাতার ক্ষতি করে। তাই চাষিরা নজর করে দেখে, এই সব আক্রান্ত পাতা তুলে নষ্ট করে ফেলবেন। তাছাড়া প্রয়োজনে ল্যামডা সায়ালোথ্রিন্ (৫ ইসি) ১ মিলিলিটার বা ইন্ডক্সাকার্ব (১৪.৫ ইসি) ১ মিলিলিটার/ প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।
- পাটের বয়স যখন ৩০-৩৫ দিন, তখন জমিতে মাকড়ের উপদ্রব হতে পারে। মাকড়ের আক্রমণের প্রধান লক্ষণ হলো- পাতা পুরু বা মোটা হয়ে যাবে, পাতার শিরার মাঝের অংশ কুঁচকে যাবে, আর ডগার কচি পাতা ক্রমে তামাটে-বাদামী রংয়ের হয়ে যাবে। চেষ্টা করতে হবে যাতে জমিতে জলের (রসের) অভাব না হয়, সবসময় জো অবস্থা রাখতে পারলে মাকড় থেকে ক্ষতি কম হয়। যদি ১০ দিনের বেশি সময় ধরে মাকড়ের আক্রমণ চলতে থাকে, তবে মাকড়নাশক - যেমন ফেনপাইরক্সিমেট (৫ ইসি) ১.৫ মিলিলিটার/ প্রতি লিটার জলে বা স্পাইরোমেসিফেন (২৪০ এস.সি) ০.৭ মিলিলিটার/ প্রতি লিটার জলে বা প্রোপারগাইট (৫৭ ইসি) ২.৫ মিলিলিটার/ প্রতিলিটার জলে, ১০ দিন পরে পরে, পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করতে হবে। যদি বৃষ্টি হয়ে যায়, তাহলে কমপক্ষে ৫-৬ দিন অপেক্ষা করুন, তার পরেও যদি মাকড়ের লক্ষণ থাকে তবে মাকড়নাশক দিতে পারেন।
- পাট চাষের সমস্ত অঞ্চলেই, পাটের ঘোড়াপোকা (সেমিলুপার) পাট পাতা খেয়ে ক্ষতি করে। এরা সরু, সবজে রংয়ের দেহ, হলদে মাথাওয়ালা, গায়ের ধার বরাবর গাঢ় সবুজ রংয়ের লম্বা দাগযুক্ত পোকা, যা চলার সময় মাঝখানটা উল্টানো ইংরাজী ইউ আকৃতির ফাঁসের মতো দেখায়। পাট গাছের ৫০-৮০ দিন বয়সেই বেশি আক্রমণ করে। গাছের উপরের দিককার না খোলা পাতা থেকেই ক্ষতি করা শুরু করে। আর উপরের মোট ৯ টি পাতার মধ্যেই এদের ক্ষতির লক্ষণ দেখা যায়। পাতার ধারগুলো খেয়ে খাঁজ তৈরী করে দেয়; একদম কচি পাতায় আক্রমণ করলে - পাতা আড়াআড়ি ভাবে কাটা দেখা যায়। যদি ক্ষতির পরিমান শতকরা ১৫ ভাগ হয়, তবে প্রফেনোফস্ (৫০ ইসি) ২ মিলি বা ফেন্‌ভেলারেট (২০ ইসি) ১ মিলি বা সাইপারমেথ্রিন (২৫ ইসি) ০.৫ মিলি প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। স্প্রে করার সময় কেবলমাত্র ডগার পাতাগুলোর দিকেই বেশি করে ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে।

সময় মতো লাগানো পাট (৫০-৬০ দিন বয়স)

ধূসর পোকার (গ্রে উইভিল) আক্রমণ প্রতিহত করতে - ক্লোরপাইরিফস্ (৫০ ইসি) এবং সাইপারমেথ্রিন্ (৫ ইসি) এর মিশ্রণ, ১.০-১.৫ মিলিলিটার বা ক্লোরপাইরিফস্ (২০ ইসি) ২ মিলিলিটার বা কুইন্যালফস (২৫ ইসি) ১.২৫ মিলিলিটার/ প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

Copyright © ICAR-CRIJAF, Barrackpore

বৃষ্টির পরে যদি দিনের তাপমাত্রা বাড়ে ও বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমান বেড়ে যায় - এই অবস্থায় শুঁয়োপোকার আক্রমণ হয়। এরা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। চাষিরা নজর করে এদের ডিম আর শুককীট সহ সব আক্রান্ত পাতা তুলে নষ্ট করে ফেলবেন। প্রয়োজনে ল্যামডা সায়ালোথ্রিন্ (৫ ইসি) ১ মিলিলিটার বা ইন্ডক্সাকার্ব (১৪.৫ ইসি) ১ মিলিলিটার/ প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।

যদি ঘোড়াপোকার (সেমিলুপার) দ্বারা ক্ষতির পরিমান শতকরা ১৫ ভাগ বা বেশি হয়, তবে প্রফেনোফস্ (৫০ ইসি) ২ মিলি বা ফেন্‌ভেলারেট (২০ ইসি) ১ মিলি বা সাইপারমেথ্রিন (২৫ ইসি) ০.৫ মিলি প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। স্প্রে করার সময় কেবলমাত্র ডগার পাতাগুলোর দিকেই বেশি করে ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে।

ক) মাকড় আক্রান্ত - লাগানোর ৩০-৩৫ দিন পর

খ) জলের অভাব এড়ান, মাটিতে রস বজায় রাখুন। ফেনপাইরক্সিমেট (৫ ইসি) ১.৫ মিলিলিটার বা স্পাইরোমেসিফেন (২৪০ এস.সি) ০.৭ মিলিলিটার বা প্রোপারগাইট (৫৭ ইসি) ২.৫ মিলিলিটার/ প্রতিলিটার জলে, ১০ দিন পরে পরে, পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করতে হবে।

ক

খ

জলমগ্ন হওয়ার জন্য পাট ক্ষতিগ্রস্ত। অতিরিক্ত জল নিকাশি করে বের করতে হবে।

শিলাবৃষ্টির জন্য পাট ক্ষতিগ্রস্ত। যদি ৫০-৬০ শতাংশের বেশি ক্ষতি হয়, তাহলে আবার বীজ লাগাতে পারেন। অন্যথায়, মাধ্যমিক পরিচর্যার মাধ্যমে জমির অবস্থার পরিবর্তন করতে হবে।

Copyright © ICAR-CRIJAF, Barrackpore

২। ১৫ এপ্রিলের পরে লাগানো পাট (ফসলের বয়সঃ ৩৫-৪০ দিন)

- যদি নাইট্রোজেন সারের চাপান দেওয়া বাকি থাকে, তবে জমিতে রসের (জলের) ভাব আছে দেখে (বা প্রয়োজনে পরে সেচ দিতে হবে) নাইট্রোজেন ২০ কিলো/ প্রতি হেক্টরে হিসাবে প্রয়োগ করতে হবে। প্রতি বর্গ মিটারে ৫০-৫৫ টি চারা রাখুন।
- প্রাক-বর্ষার মরশুমে কালবৈশাখীর হঠাৎ বেশি বৃষ্টি হয়ে পাটের জমি জলমগ্ন হয়ে যেতে পারে, তাতে পাটের বৃদ্ধিতে বিরূপ প্রভাব পড়ে। তাই এই সময়, পাটের জমিতে ঢাল অনুসারে, ১০ মিটার দূরে দূরে, ২০ সেন্টিমিটার চওড়া ও ২০ সেন্টিমিটার গভীর জল নিকাশি নালা বানাতে হবে, যাতে বেশি বৃষ্টির অতিরিক্ত জল জমি থেকে বেরিয়ে যেতে পারে।
- পাট গাছের ৩০-৫০ দিন বয়সে, পাতের ডগার বন্ধ পাতাগুলি, বৃষ্টির পরে ধূসর পোকার (গ্রে উইভিল) দ্বারা আক্রান্ত হয়। গাছ বড় হবার সাথে সাথে, পাতার কাটা অংশগুলো বড় হতে থাকে। এই পোকা ধূসর বর্ণের, তার উপর সাদা বিন্দু বিন্দু দাগ, মাথা লম্বাটে - এদের পাতার উপরে দেখতে পাওয়া যায়। ক্লোরপাইরিফস্ (৫০ ইসি) এবং সাইপারমেথ্রিন্ (৫ ইসি) এর মিশ্রণ, ১.০-১.৫ মিলিলিটার বা ক্লোরপাইরিফস্ (২০ ইসি) ২ মিলিলিটার বা কুইন্যালফস্ (২৫ ইসি) ১.২৫ মিলিলিটার/ প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- চাষিদের বিশেষভাবে সতর্ক হতে হবে যে - বৃষ্টির পরে যদি দিনের তাপমাত্রা বাড়ে ও বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমান বেড়ে যায় - এই অবস্থায় শুঁয়োপোকার প্রাথমিক আক্রমণ হতে পারে। পাতার উপর এই পোকার ডিম ও ছোট ছোট শুককীট এক জায়গায় দলবদ্ধ ভাবে দেখা যায়। পরে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে ও পাতার ক্ষতি করে। তাই চাষিরা নজর করে দেখে, এই সব আক্রান্ত পাতা তুলে নষ্ট করে ফেলবেন। তাছাড়া প্রয়োজনে ল্যামডা সায়ালোথ্রিন্ (৫ ইসি) ১ মিলিলিটার বা ইন্ডক্সাকার্ব (১৪.৫ ইসি) ১ মিলিলিটার/ প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।
- পাটের বয়স যখন ৩০-৩৫ দিন, তখন জমিতে মাকড়ের উপদ্রব হতে পারে। মাকড়ের আক্রমণের প্রধান লক্ষণ হলো- পাতা পুরু বা মোটা হয়ে যাবে, পাতার শিরার মাঝের অংশ কুঁচকে যাবে, আর ডগার কচি পাতা ক্রমে তামাটে-বাদামী রংয়ের হয়ে যাবে। চেষ্টা করতে হবে যাতে জমিতে জলের (রসের) অভাব না হয়, সবসময় জো অবস্থা রাখতে পারলে মাকড় থেকে ক্ষতি কম হয়। যদি ১০ দিনের বেশি সময় ধরে মাকড়ের আক্রমণ চলতে থাকে, তবে মাকড়নাশক - যেমন ফেনপাইরক্সিমেট (৫ ইসি) ১.৫ মিলিলিটার/ প্রতি লিটার জলে বা স্পাইরোমেসিফেন (২৪০ এস.সি) ০.৭ মিলিলিটার/ প্রতি লিটার জলে বা প্রোপারগাইট (৫৭ ইসি) ২.৫ মিলিলিটার/ প্রতিলিটার জলে, ১০ দিন পরে পরে, পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করতে হবে। যদি বৃষ্টি হয়ে যায়, তাহলে কমপক্ষে ৫-৬ দিন অপেক্ষা করুন, তার পরেও যদি মাকড়ের লক্ষণ থাকে তবে মাকড়নাশক ব্যবহার করতে পারেন।
- ইন্ডিগো ক্যাটারপিলার পোকার আক্রমণ বিষয়ে চাষিরা সতর্ক থাকবেন। যদি আক্রমণ চলতে থাকে, তবে ক্লোরপাইরিফস (২০ ইসি) ২ মিলিলিটার /প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে বিকালের দিকে প্রয়োগ করতে হবে।

উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় ৩৫-৪০ দিন বয়সের পাট

বৃষ্টির পরে যদি দিনের তাপমাত্রা বাড়ে ও বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমান বেড়ে যায় - এই অবস্থায় শুঁয়োপোকার আক্রমণ হয়। এরা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। চাষিরা নজর করে এদের ডিম আর শুককীট সহ সব আক্রান্ত পাতা তুলে নষ্ট করে ফেলবেন। প্রয়োজনে ল্যামডা সায়ালোথ্রিন্ (৫ ইসি) ১ মিলিলিটার বা ইন্ডক্সাকার্ব (১৪.৫ ইসি) ১ মিলিলিটার/ প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।

ধূসর পোকার (গ্রে উইভিল) আক্রমণ প্রতিহত করতে ক্লোরপাইরিফস্ (৫০ ইসি) এবং সাইপারমেথ্রিন্ (৫ ইসি) এর মিশ্রণ, ১.০-১.৫ মিলিলিটার বা ক্লোরপাইরিফস্ (২০ ইসি) ২ মিলিলিটার বা কুইন্যালফস (২৫ ইসি) ১.২৫ মিলিলিটার/ প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

Copyright © ICAR-CRIJAF, Barrackpore

ক) মাকড় আক্রান্ত - লাগানোর ৩০-৩৫ দিন পর

খ) জলের অভাব এড়ান, মাটিতে রস বজায় রাখুন। ফেনপাইরক্সিমেট (৫ ইসি) ১.৫ মিলিলিটার বা স্পাইরোমেসিফেন (২৪০ এস.সি) ০.৭ মিলিলিটার বা প্রোপারগাইট (৫৭ ইসি) ২.৫ মিলিলিটার/ প্রতিলিটার জলে, ১০ দিন পরে পরে, পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করতে হবে।

শিলাবৃষ্টির জন্য পাট ক্ষতিগ্রস্ত। যদি ৫০-৬০ শতাংশের বেশি ক্ষতি হয়, তাহলে আবার বীজ লাগাতে পারেন। অন্যথায়, মাধ্যমিক পরিচর্যার মাধ্যমে জমির অবস্থার পরিবর্তন করতে হবে।

জলমগ্ন হওয়ার জন্য পাট ক্ষতিগ্রস্ত। অতিরিক্ত জল নিকাশি করে বের করতে হবে।

৩. ২০ এপ্রিলের পরে পাট লাগানো হলে (ফসলের বয়সঃ ২৫-৩৫ দিন)

- যদি আগাছা নিয়ন্ত্রণ ও চারা পাতলা করার কাজ তৃতীয় সপ্তাহেও করা হয়নি তবে, ক্রিজাফ নেল উইডারের পিছনের দিকে চাঁছনি বা স্ক্রাপার লাগিয়ে বা পাটের এক চাকা নিড়ানি যন্ত্র, দুই সারি পাটের মাঝখান দিয়ে চালাতে হবে, এতে সব আগাছা নিয়ন্ত্রণ হবে। চারা পাতলা করার কাজ সেরে ফেলুন যাতে প্রতি বর্গ মিটার জমিতে ৫০-৫৫ টি পাট গাছ বজায় থাকে। খুব খরার অবস্থা হলে ৩ সেমি. মতো জলসেচ দিন ও দ্বিতীয় চাপান হিসাবে ২০ কিলো নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ করুন।
- পাট লাগানোর ২০ দিন পর, আগাছা নিয়ন্ত্রণ ও চারা পাতলা করা হলে, হালকা সেচের সঙ্গে, মাঝারি উর্বর ও যথেষ্ট উর্বর জমির জন্য নাইট্রোজেন সার ২০ কিলো/ প্রতি হেক্টর জমির জন্য চাপান সার হিসাবে দিতে হবে। আর কম উর্বর জমির জন্য ২৭ কিলো/ প্রতি হেক্টরে হিসাবে নাইট্রোজেন দিতে হবে।
- প্রাক-বর্ষার মরশুমে কালবৈশাখীর হঠাৎ বেশি বৃষ্টি হয়ে পাটের জমি জলমগ্ন হয়ে যেতে পারে, তাতে পাটের বৃদ্ধিতে বিরূপ প্রভাব পড়ে। তাই এই সময়, পাটের জমিতে ঢাল অনুসারে, ১০ মিটার দূরে দূরে, ২০ সেন্টিমিটার চওড়া ও ২০ সেন্টিমিটার গভীর জল নিকাশি নালা বানাতে হবে, যাতে বেশি বৃষ্টির অতিরিক্ত জল জমি থেকে বেরিয়ে যেতে পারে।
- পাট গাছের ৩০-৫০ দিন বয়সে, পাতের ডগার বন্ধ পাতাগুলি, বৃষ্টির পরে ধূসর পোকার (গ্রে উইভিল) দ্বারা আক্রান্ত হয়। গাছ বড় হবার সাথে সাথে, পাতার কাটা অংশগুলো বড় হতে থাকে। এই পোকা ধূসর বর্ণের, তার উপর সাদা বিন্দু বিন্দু দাগ, মাথা লম্বাটে - এদের পাতার উপরে দেখতে পাওয়া যায়। ক্লোরপাইরিফস্ (৫০ ইসি) এবং সাইপারমেথ্রিন্ (৫ ইসি) এর মিশ্রণ, ১.০-১.৫ মিলিলিটার বা ক্লোরপাইরিফস্ (২০ ইসি) ২ মিলিলিটার বা কুইন্যালফস (২৫ ইসি) ১.২৫ মিলিলিটার/ প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- পাটের বয়স যখন ৩০-৩৫ দিন ও খরা চলছে, তখন জমিতে মাকড়ের উপদ্রব হতে পারে। চেষ্টা করতে হবে যাতে জমিতে জলের (রসের) অভাব না হয়। যদি ১০ দিনের বেশি সময় ধরে মাকড়ের আক্রমণ চলতে থাকে, তবে মাকড়নাশক - যেমন ফেনপাইরক্সিমেট (৫ ইসি) ১.৫ মিলিলিটার/ প্রতি লিটার জলে বা স্পাইরোমেসিফেন (২৪০ এস.সি) ০.৭ মিলিলিটার/ প্রতি লিটার জলে বা প্রোপারগাইট (৫৭ ইসি) ২.৫ মিলিলিটার/ প্রতিলিটার জলে, ১০ দিন পরে পরে, পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করতে হবে। যদি বৃষ্টি হয়ে যায়, তাহলে কমপক্ষে ৫-৬ দিন অপেক্ষা করুন, তার পরেও যদি মাকড়ের লক্ষণ থাকে তবে মাকড়নাশক দিতে পারেন।
- ইন্ডিগো ক্যাটারপিলার পোকার আক্রমণ বিষয়ে চাষিরা সতর্ক থাকবেন। যদি আক্রমণ চলতে থাকে, তবে ক্লোরপাইরিফস (২০ ইসি) ২ মিলিলিটার /প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে বিকালের দিকে প্রয়োগ করতে হবে।

উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় ৩৫-৪০ দিন বয়সের পাট

Copyright © ICAR-CRIJAF, Barrackpore

ক) মাকড় আক্রান্ত- লাগানোর ৩০-৩৫ দিন পর
খ) জলের অভাব এড়ান, মাটিতে রস বজায় রাখুন। ফেনপাইরক্সিমেট (৫ ইসি) ১.৫ মিলিলিটার বা স্পাইরোমেসিফেন (২৪০ এস.সি) ০.৭ মিলিলিটার বা প্রোপারগাইট (৫৭ ইসি) ২.৫ মিলিলিটার/ প্রতিলিটার জলে, ১০ দিন পরে পরে, পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করতে হবে।

ইন্ডিগো ক্যাটারপিলার পোকার আক্রমণ কম করতে,পাট লাগানোর ১৫ দিন পরে, ক্লোরপাইরিফস (২০ ইসি) ২ মিলিলিটার /প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে বিকালের দিকে প্রয়োগ করতে হবে। আক্রমণ থাকলে, ১০ দিন পরে পরে, আবার স্প্রে করা যাবে।

শুকনো মাটির অবস্থায়, ছত্রাক-ঘটিত গোড়া-কান্ড সংযোগস্থল পচা রোগ। যদি রোগ শতকরা ৫ ভাগের বেশি ছড়িয়ে পড়ে, কপার অক্সিক্লোরাইড ০.৫ শতাংশের দ্রবণ প্রয়োগ করুন।

অতি বৃষ্টির অতিরিক্ত জল জমির উপরের নিকাশি নালা দিয়ে যত দ্রুত সম্ভব বের করে দিতে হবে।

৪. এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে লাগানো পাট (ফসলের বয়সঃ ১৫-২৫ দিন)

- পাট লাগানোর ১৫-২০ দিন পর, ক্রিজাফ নেল উইডারের পিছনের দিকে চাঁছনি বা স্ক্রাপার লাগিয়ে বা পাটের এক চাকা নিড়ানি যন্ত্র, দিয়ে উৎপন্ন হওয়া সব আগাছা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। তবে ক্রমাগত বৃষ্টি হতে থাকলে, নেল উইডার চালিয়ে আগাছা দমন সম্ভব হবে না। এই রকম অবস্থায়, ঘাস জাতীয় আগাছা দমনের জন্য কুইজালোফপ ইথাইল (৫ ই.সি) ১.৫-২.০ মিলিলিটার প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে ছিটিয়ে দিতে পারেন। তার পরে (ঘাস জাতীয় ছাড়া) অন্য ধরনের আগাছা হাত নিড়ানি দিয়ে তুলে ফেলতে হবে।
- খুব খরার পরিস্থিতি হলে ৩ সেমি. মতো জলসেচ দিন। কোথাও কোথাও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। এরকম অঞ্চলে যত দ্রুত সম্ভব, জমির অতিরিক্ত জল বের করে দিতে হবে। তাই এই সময়, পাটের জমিতে ঢাল অনুসারে, ১০ মিটার দূরে দূরে, ২০ সেন্টিমিটার চওড়া ও ২০ সেন্টিমিটার গভীর জল নিকাশি নালা বানাতে হবে, যাতে বেশি বৃষ্টির অতিরিক্ত জল জমি থেকে বেরিয়ে যেতে পারে।
- আগাছা দমনের চূড়ান্ত পর্যায় ও চারা পাতলা করা হয়ে গেলে, পাট লাগানোর ২০ দিন পরে, চাপান সার হিসাবে, ২০ কিলো নাইট্রোজেন/ প্রতি হেক্টরে প্রয়োগ করতে হবে।
- ইন্ডিগো ক্যাটারপিলার পোকার আক্রমণ বিষয়ে চাষিরা সতর্ক থাকবেন। যদি আক্রমণ চলতে থাকে, তবে ক্লোরপাইরিফস (২০ ইসি) ২ মিলিলিটার / প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে বিকালের দিকে প্রয়োগ করতে হবে।
- জমি বেশি শুকনো অবস্থায় থাকলে, গোড়া-কান্ড সংযোগস্থল পচা রোগ দেখা দিতে পারে। যদি শতকরা ৫ ভাগের বেশি প্রকোপ দেখা যায়, তাহলে জমিতে সেচ দিন এবং পরে কপার অক্সিক্লোরাইড (ব্লাইটক্স ৫০ ডব্লু.পি) ০.৫ শতাংশ দ্রবণ প্রয়োগ করতে হবে। তবে বেশি বৃষ্টি হওয়ার অবস্থায়, চারার ধসা রোগ নিয়ন্ত্রণে প্রথমে অতিরিক্ত জল বের করে দিন, তার পরে কপার অক্সিক্লোরাইড (ব্লাইটক্স ৫০ ডব্লু.পি) ০.৫ শতাংশ দ্রবণ বা ম্যানকোজেব ০.২ শতাংশ দ্রবণ প্রয়োগ করুন।

পাট লাগানোর ২০-২১ দিন পর, ক্রিজাফ নেল উইডারে স্ক্রাপার লাগিয়ে ব্যবহার করুন

পাট লাগানোর ২০-২১ দিন পর, একচাকা পাট নিড়ানি যন্ত্র (সিঙ্গল হুইল জুট উইডার) ব্যবহার করুন

Copyright © ICAR-CRIJAF, Barrackpore

ইন্ডিগো ক্যাটারপিলার পোকার আক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করতে ক্লোরপাইরিফস (২০ ইসি) ২ মিলিলিটার /প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে বিকালের দিকে প্রয়োগ করতে হবে। সমস্যা থেকে গেলে, ৮-১০ দিন পর পর আবার স্প্রে করতে হবে।

শুকনো মাটির অবস্থায়, ছত্রাক-ঘটিত গোড়া-কান্ড সংযোগস্থল পচা রোগ হয়। যদি রোগ শতকরা ৫ ভাগের বেশি ছড়িয়ে পড়ে, কপার অক্সিক্লোরাইড ০.৫ শতাংশের দ্রবণ প্রয়োগ করুন।

বেশি বৃষ্টির অতিরিক্ত জল জমির উপরের নিকাশি নালা দিয়ে যত দ্রুত সম্ভব বের করে দিতে হবে।

৫. মে মাসের প্রথম সপ্তাহে লাগানো পাট (ফসলের বয়সঃ ১০-১৫ দিন)

- আগাছা বেরিয়ে যাবার পর, ঘাস জাতীয় আগাছা দমনের জন্য কুইজালোফপ ইথাইল (৫ ই.সি) ১.৫-২.০ মিলিলিটার প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে পাট বোনার ১৫-২০ দিন পরে জমিতে ছিটিয়ে দিতে পারেন। অন্য ধরনের আগাছা হাত নিড়ানি দিয়ে তুলে ফেলতে হবে।
- অবিলম্বে পাটের জমি থেকে অতিরিক্ত জল বের করে দেবার জন্য, জমিতে ঢাল অনুসারে, ১০ মিটার দূরে দূরে, ২০ সেন্টিমিটার চওড়া ও ২০ সেন্টিমিটার গভীর জল নিকাশি নালা বানাতে হবে।
- জমি বেশি শুকনো অবস্থায় থাকলে, গোড়া-কান্ড সংযোগস্থল পচা রোগ দেখা দিতে পারে। যদি শতকরা ৫ ভাগের বেশি প্রকোপ দেখা যায়, তাহলে জমিতে সেচ দিন এবং পরে কপার অক্সিক্লোরাইড (ব্লাইটক্স ৫০ ডব্লু.পি) ০.৫ শতাংশ দ্রবণ প্রয়োগ করতে হবে। তবে বেশি বৃষ্টি হওয়ার অবস্থায়, চারার ধসা রোগ নিয়ন্ত্রণে প্রথমে অতিরিক্ত জল বের করে দিন, তার পরে কপার অক্সিক্লোরাইড (ব্লাইটক্স ৫০ ডব্লু.পি) ০.৫ শতাংশ দ্রবণ বা ম্যানকোজেব ০.২ শতাংশ দ্রবণ প্রয়োগ করুন।

যত দ্রুত সম্ভব, অতি বৃষ্টির জমা জল জমির উপরের নিকাশি নালা দিয়ে বের করে দিতে হবে।

যদি সম্ভব হয়, পাট লাগানোর ১০ দিন পর, সব ধরনের আগাছা দমনের জন্য ক্রিজাফ নেল উইডার ব্যবহার করুন, অথবা কুইজালোফপ্ ইথাইল ১ মিলিলিটার প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে স্প্রে করুন।

Copyright © ICAR-CRIJAF, Barrackpore

III. অন্যান্য সহযোগী তন্তু ফসলের কৃষি পরামর্শ

ক) সিসাল

- যদি দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রির বেশি না হয় তবে, যে সব চাষিরা এখনো সিসাল পাতা কাটেননি, তারা বিকালের দিকে সিসাল পাতা কাটতে পারেন এবং সেই দিনই পাতা থেকে তন্তু বের করবেন (ডিকর্টিকেশন)। পাতা কাটার পরে রোগ থেকে সিসাল গাছ বাঁচাতে কপার অক্সিক্লোরাইড ২-৩ গ্রাম প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে স্প্রে করবেন।
- প্রাথমিক নার্সারিতে যথা সময়ে আগাছা নিয়ন্ত্রণ এবং ফসল সুরক্ষা বিষয়ে সব ব্যবস্থা নিতে হবে, যাতে চারার বৃদ্ধি ভালো হয় এবং ঐ চারা জুলাই মাসের দিকে মাধ্যমিক নার্সারিতে নিয়ে যাওয়া যায়।
- মূল জমিতে সিসাল লাগানোর জন্য, জমি ঠিক করে, পরিষ্কার করতে হবে এবং ৩.৫ মিটার — (১ মিটার-১ মিটার) দূরত্ব মেনে ১ ঘন ফুট সাইজের পিট তৈরী করতে হবে। কিন্তু সিসাল লাগানোব জন্য ঢালু, সবুজের আচ্ছাদন না থাকা ক্ষয়ে যাওয়া জমি পুরোটা চাষ দিয়ে মাটি আলগা করা যাবে না, কারণ এতে ভূমিক্ষয় আরো বাড়তে পারে।
- অন্তরবর্তী ফসলের পরিচর্যা করতে হবে এবং খরিফ মরশুমে সিসালের দুই সারির মাঝে নতুন অন্তরবর্তী ফসল লাগানোর জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। অন্তরবর্তী ফসল হিসাবে ডালশস্য, সব্জি, গোখাদ্য ইত্যাদি চাষ করা যেতে পারে।
- পাতায় জেব্রা রোগের লক্ষণ দেখা দিলে, ম্যানকোজেব (৬৪ শতাংশ) এবং মেটালাক্সিল (৮ শতাংশ) এর মিশ্রণ ২.৫ গ্রাম বা কপার অক্সিক্লোরাইড ৩ গ্রাম প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে প্রাথমিক নার্সারি ও সিসালের মূল জমিতে স্প্রে করতে হবে।

(ক) সিসাল পাতা কাটা

(খ) তন্তু নিষ্কাষণ

প্রাথমিক নার্সারিতে অন্তরবর্তী পরিচর্যা করতে হবে

সিসালের জেব্রা রোগ। কপার অক্সিক্লোরাইড ২-৩ গ্রাম প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে

অন্তরবর্তী ফসল হিসাবে সবেদা চাষ

অন্তরবর্তী ফসল হিসাবে লাউ চাষ

অন্তরবর্তী ফসল হিসাবে গোখাদ্য চাষ

Copyright © ICAR-CRIJAF, Barrackpore

খ) রেমি

- যারা এখেনো রেমি লাগান নি, তারা অবিলম্বে আর-১৪১১ (হাজারিকা) জাতের রাইজোম বা শিকড়-সহ চারা লাগান। এক হেক্টরের জন্য ৫৫,০০০ টি রাইজোমের টুকরো (প্রায় ৬ ইঞ্চি সাইজ) লাগবে যার মোট ওজন প্রায় ৯০০ কিলো হবে।
- ৪-৫ সেন্টিমিটার গভীর করে নালি করে তার মধ্যে ৬০-৭৫ সেন্টিমিটার দূরে দূরে ১০-১৫ সেন্টিমিটার লম্বা রেমি রাইজোম লাগাতে হবে। একই সারির মধ্যে রাইজোম থেকে রাইজোমের দূরত্ব হবে ৩০ সেন্টিমিটার।
- যাদের মার্চের প্রথম পক্ষের আগেই রেমি রাইজোম লাগানো হয়েছে, তারা প্রতি হেক্টরে ২০ঃ১০ঃ১০ কিলো নাইট্রোজেন, পটাশ, ফসফেট দিতে পারেন।
- সুসম সার প্রয়োগের মাধ্যমে, মাটির স্বাস্থ্য ভালো রাখা ও ভালো ফলন পেতে, রাসায়নিক সারের সঙ্গে খামার সার বা রেমি কম্পোষ্ট সুসংহত পদ্ধতিতে ব্যবহার করতে পারেন।
- রেমি লাগানোর পরে ও প্রতি বার রেমির কাটিং করার পরে কুইজালোফপ ইথাইল (৫ ইসি) ৪০ গ্রাম এ.আই প্রতি হেক্টরে প্রয়োগ করে ঘাস জাতীয় আগাছা দমন করা যায়।
- পুরনো রেমির জমিতে, সব গাছ সমান ভাবে বেড়ে ওঠার জন্য এই সময়ে এক সঙ্গে কেটে দিতে হবে (একে স্টেজ ব্যাক বলে)।
- আসামের রেমি চাষের অঞ্চলের জন্য আবহাওয়ার পূর্বভাস অনুসারে, মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। রেমি জল জমা একদমই সহ্য করতে পারে না। তাই বেশি বর্ষা আগেই জমিতে জল নিকাশি নালা বানাতে হবে।

লাগানোর জন্য রেমির গেঁড় (রাইজোম) তোলা

ভালোভাবে চাষ দিয়ে প্রস্তুত জমিতে, নালি/পরিখা পদ্ধতিতে রেমি লাগানো

একই রকম কান্ড সংখ্যা ও সমান বৃদ্ধির জন্য প্রাক-খরিফ মরশুমে অসমান কান্ড কেটে ফেলা (স্টেজব্যাক)

Copyright © ICAR-CRIJAF, Barrackpore

গ) শণপাট (সানহেম্প)

১। যে সব চাষিদের এখনো শণপাট লাগানো হয়নি

- উত্তর প্রদেশের শণপাট লাগনোর অঞ্চলের আগামী সপ্তাহের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৮-৪১ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৫-২৬ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মতো থাকবে। সামান্য বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে।
- চাষিদের জমি চাষ দিয়ে প্রস্তুত করে প্রাক-বর্ষার বৃষ্টির জল কাজে লাগিয়ে- শণপাট লাগানোর পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। কেবলমাত্র উচ্চ ফলনশীল জাতগুলি যেমন - প্রাঙ্কুর (এস.আর.জে-৬১০), অঙ্কুর (এসউআইএন ০৩৭), শৈলেশ (এস এইচ-৪), স্বস্তিক (এসউআইএন ০৫৩), এবং কে-১২ (ব্ল্যাক) শংসিত বীজ লাগাতে হবে। কার্বেন্ডাজিম ২ গ্রাম প্রতি কিলো বীজে ব্যবহার করে লাগানোর আগে বীজ শোধন করতে হবে, এর ফলে বীজ বাহিত রোগ থেকে শণপাট বাঁচানো যায়।
- প্রাথমিক মূল সার হিসাবে প্রতি হেক্টরে ২০ঃ৪০-৫০ঃ৪০ কিলো নাইট্রোজেন, ফসফেট, পটাশ (বা ইউরিয়া ২০ কিলো, সুপার ফসফেট ৩১২ কিলো, মিউরিয়েট অফ পটাশ ৬৭ কিলো) মাটির সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে জমিতে দিতে হবে। মোট প্রদেয় উদ্ভিদ খাদ্যোপাদানের ২৫ শতাংশ জৈব উৎস (যে কোনো জৈব সার) থেকে হলে ভালো।
- লাইন বা সারি করে বীজ লগাতে হবে। সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ২০ সেন্টিমিটার, আর সারির মধ্যে গাছ থেকে গাছের দূরত্ব হবে ৫-৭ সেন্টিমিটার। সারি করে লাগালে হেক্টর প্রতি ২৫ কিলো আর ছিটিয়ে লাগালে ৩৫ কিলো বীজ লাগবে।

কালো রংয়ের বীজ

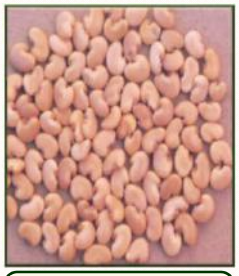

হলুদ রংয়ের বীজ

জমি তৈরী এবং কার্বেন্ডাজিম ২ গ্রাম প্রতি কিলো বীজে দিয়ে বীজ শোধন করে জমিতে লাগানো

২। যে সব চাষিদের এপ্রিলের মাঝামাঝি শণপাট লাগানো হয়েছে (ফসলের বয়সঃ ৩০-৩৫ দিন)

- যদি এর মধ্যে বৃষ্টি না হয়ে থাকে বেং মাটিতে জলের অভাব হয়, তবে হালকা সেচের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। সেচের পর, ২৫ দিন গাছের বয়সে, এক বার হাত নিড়ানি দিতে হবে - এতে আগাছা দমন হবে, গাছের বৃদ্ধি হবে ও এসময়ে প্রতি বর্গ মিটারে ৫৫-৬০ টি চারা রাখতে হবে।
- যদি শুকনো পরিস্থিতি চলতে থাকে, তাহলে মাছির মতো ফ্লি বিট্‌ল পোকার আক্রমণ হতে পারে। এরা পাতা খেয়ে ফুটো ফুটো করে দেয়। চাষিদের শুঁয়োপোকার আক্রমণের ব্যাপারে ও সতর্ক করা হচ্ছে। যদি বেশি আক্রমণ হয়, তাহলে ক্লোরপাইরিফস্ (২০ ইসি) ২ মিলিলিটার বা নিমতেল ৩-৪ মিলিলিটার/ প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে স্প্রে করার সুপারিশ করা হয়।

৩০-৪০ দিন বয়সের শণপাট ফসল

ফ্লি বিট্‌ল আক্রান্ত শণপাট

শুঁয়োপোকা দ্বারা আক্রান্ত শণপাট

Copyright © ICAR-CRIJAF, Barrackpore

৩। ২০ এপ্রিলের পরে লাগানো শণপাট (বয়সঃ ২৫-৩০ দিন)

- যদি এর মধ্যে বৃষ্টি না হয়ে থাকে এবং মাটিতে জলের অভাব হয়, তবে হালকা সেচের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। সেচের পর, ২৫ দিন গাছের বয়সে, এক বার হাত নিড়ানি দিতে হবে - এতে আগাছা দমন হবে, গাছের বৃদ্ধি হবে ও এসময়ে প্রতি বর্গ মিটারে ৫৫-৬০ টি চারা রাখতে হবে।
- যদি শুকনো ও খরার মতো পরিস্থিতি চলতে থাকে, তাহলে মাছির মতো ফ্লি বিট্‌ল পোকার আক্রমণ হতে পারে। এরা পাতা খেয়ে ফুটো ফুটো করে দেয়। চাষিদের শুঁয়োপোকার আক্রমণের ব্যাপারে ও সতর্ক করা হচ্ছে। যদি বেশি আক্রমণ হয়, তাহলে ক্লোর্‌পাইরিফস্‌ (২০ ইসি) ২ মিলিলিটার বা নিমতেল ৩-৪ মিলিলিটার/ প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে স্প্রে করার সুপারিশ করা হয়।

২৫-৩০ দিন বয়সের শণপাট ফসল

ফ্লি বিট্‌ল আক্রান্ত শণপাট

৪। এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে লাগানো শণপাট (বয়সঃ ১৫-২৫ দিন)

- সেচ দেবার পর, চাঁছনি দেওয়া নিড়ানি (স্ক্র্যাপার) বা অন্য নিড়ানি দিয়ে ১৫-২০ দিন বয়সে, শণপাটের দুই সারির মাঝখানের আগাছা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে; অতিরিক্ত চারা তুলে পাতলা করে দিতে হবে যাতে সঠিক/ অনুকূল চারার সংখ্যা জমিতে থাকে (প্রতি বর্গ মিটারে ৫৫-৬০ টি)।
- শণপাট লাগানোর পরে যদি খরার মতো পরিস্থিতি হয়, তাহলে পাতা শোষক পোকার আক্রমণ হতে পারে। তাই একবার হালকা সেচ দিতে হবে।
- কান্ডে বেষ্টনী বা রিং করা পোকার (স্টেম গার্ডলার) বা শুঁয়োপোকার আক্রমণ বিষয়ে চাষিদের সতর্ক থাকতে হবে। যদি এই পোকার আক্রমণ হয়, তবে ক্লোরপাইরিফস (২০ ইসি) ২ মিলিলিটার প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।

হুইল হো নিড়ানি দিয়ে আগাছা দমন ও মাল্‌চ করা

শুঁয়োপোকা দ্বারা আক্রান্ত শণপাট

৫। মে মাসের প্রথম সপ্তাহে লাগানো শণপাট (বয়সঃ ১০-১৫ দিন)

- সেচ নালি ও নিকাশি নালা বানাতে হবে। লাগানোর ১৫ দিন পরে, চাঁছনি (স্ক্র্যাপার) দেওয়া নিড়ানি দিয়ে আগাছা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, সঙ্গে মাটিতে মালচের কাজও হবে।
- কান্ডে বেষ্টনী বা রিং করা পোকার (স্টেম গার্ডলার) আক্রমণ বিষয়ে চাষিদের সতর্ক থাকতে হবে। যদি এই পোকার আক্রমণ হয়, তবে ক্লোরপাইরিফস (২০ এসি) ২ মিলিলিটার প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।

জলসেচ ও নিকাশি নালা বানানো ও লাগানোর ১৫ দিন পরে হাত নিড়ানি দেওয়া

Copyright © ICAR-CRIJAF, Barrackpore

IV. করোনা (COVID-19) ভাইরাসের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া ঠেকাতে যে যে নিরাপত্তামূলক ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে এবং মেনে চলতে হবে

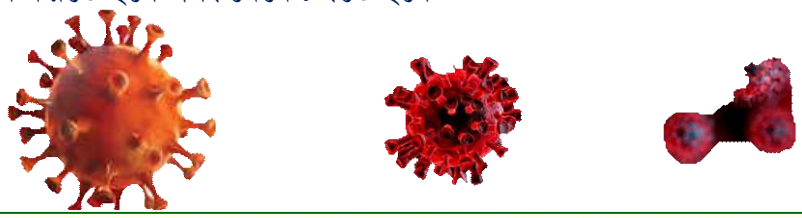

১। কৃষকদের চাষবাসের কাজের সময় নিরাপত্তা ব্যবস্থা হিসাবে এক জনের থেকে আরেক জনের সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। চাষিরা জমি চাষ, বীজ বপন, আগাছা নিয়ন্ত্রণ, জলসেচ দেওয়া ইত্যাদি কাজের সময় ডাক্তারি পরামর্শ মতো মুখোস (মাস্ক) পরবেন, আর মাঝে মাঝে সাবান-জল দিয়ে হাত ধোবেন।

২। যেখানে সম্ভব, হাত দিয়ে বীজ বোনার পরিবর্তে, ক্রিজাফ পাট বীজ বপন যন্ত্রের ব্যবহার করতে হবে। একটানা অনেকটা জমিতে একদিনে অনেক কৃষি কর্মচারি দিয়ে বীজ না লাগিয়ে, কিছু দিন বা সময়ের ব্যবান রেখে কম সংখ্যক জনমজুর দিয়ে বীজ বপন করতে হবে।

৩। যখন একই কৃষি যন্ত্রপাতি যেমন - লাঙ্গল, ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, বীজ বপন যন্ত্র, নিড়ানি যন্ত্র, জলসেচের পাম্প অনেকে মিলে পর পর ভাগাভাগি করে ব্যবহার করবেন, তখন খেয়াল রাখতে হবে এই যন্ত্রপাতিগুলি যেন সঠিকভাবে পরিস্কার করা হয়। কৃষি যন্ত্রপাতির যে যে অংশ বার বার হাত দিয়ে স্পর্শ করতে হয়, সেই অংশটা সাবান জল দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে।

৪। চাষের কাজের ফাঁকে অবসরের সময়, খাবার খাওয়ার সময়, বীজ শোনের সময় এবং সার নামানো বা তোলার সময় - পর্যাপ্ত সামাজিক দূরত্ব (কম পক্ষে ৩-৪ ফুট) বজায় রাখতে হবে।

৫। যতোটা সম্ভব, কৃষি কাজে পরিচিত লোকেদেরই কাজে লাগান। ভালোভাবে খোঁজ খবর নিয়েই সেই মজুর কাজে লাগাতে হবে, যাতে কোনো করোনা ভাইরাস বাহক কৃষিকাজে আপনার অঞ্চলে চলে আসতে না পারে।

৬। বীজ ও সার পরিচিত দোকান থেকে কিনবেন এবং দোকান থেকে ফিরে আসার পরেই সাবান জল দিয়ে ভালোভাবে হাত ধুয়ে নেবেন। বাজারে বীজ, সার ইত্যাদি কিনতে যাবার সময় অবশ্যই মুখোস (মাস্ক) পরবেন।

৭। কোভিড-১৯ ভাইরাস রোগ সংক্রান্ত জরুরি স্বাস্থ্য পরিসেবা বিষয়ে তথ্য জানার জন্য আপনার স্মার্ট মোবাইলে 'আরোগ্য সেতু' নামের এপ্লিকেশান সফট্ওয়ার ব্যবহার করুন।

Aarogya Setu
मैं सुरक्षित | हम सुरक্षित | भारत सुरक्षित

Copyright © ICAR-CRIJAF, Barrackpore

V. পাট কলের (জুট মিল) কর্মচারিদের জন্য পরামর্শ

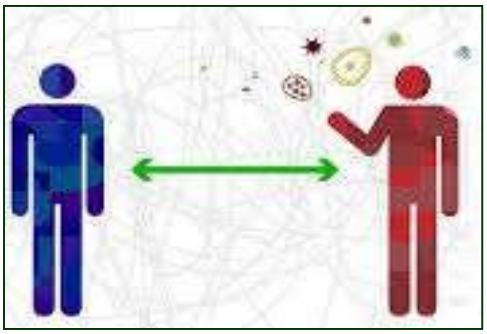

- পাট কল চালু রাখার জন্য, পাট কলের সীমানার মধ্যে থাকা কর্মচারিদের দিয়ে ছোটো ছোটো ব্যাচে, বারে বারে শি করে কাজ চালাতে হবে।
- পাট কলের মধ্যে আনেক জায়গায় কলের (জল) ব্যবস্তা করতে হবে, যাতে কর্মচারিরা মাঝে মাঝে হাত ধুয়ে নিতে পারেন। কাজ চলাকালীন অবস্থায়, কর্মচারীরা ধূমপান করবেন না।
- মিলের শৌচাগার গুলি বার বার পরিস্কার করতে হবে, যাতে কর্মচারিরা রোগের আক্রমনে না পড়েন।
- কর্মচারিদের, গ্লাভস, জুতো, মুখ ঢাকার ব্যবস্থা এবং অন্যান্য সুরক্ষার জন্য পরামর্শ দিতে হবে।
- মিলের মধ্যেই, কাজের যায়গা বার বার বদল করা যেতে পারে, যাতে কর্মচারিদের মধ্যে পারামর্শ মতো সামাজিক দূরত্ব বজায় থাকে।
- যে সম কর্মচারিদের মেশিনের অনের স্থানে বার বার হাত দিতে হয়, তাদের জন্য আলাদা ভাবে হাত ধোয়ার বা স্যানিটাইজ করার ব্যবস্থা রাখতে হবে। এছাড়াও মেশিনের ওই জায়গাগুলো বার বার সাবান জল দিয়ে পরিস্কার করতে হবে।
- বয়স্ক কর্মচারিদের অপেক্ষাকৃত ফাঁকা বা ভিড় কম জায়গায় কাজ দিতে হবে, যাতে তাদের ভাইরাসের সংক্রমণ না হয়।
- মিলের কর্মচারিরা টিফিনের সময় বা অবসরের সময় ভিড় করে এক জায়গায় আসবেন না এবং ৬-৮ ফুট দূরত্ব বজায় রেখেই হাত ধোবেন।
- যদি কোনো মিল কর্মচারির এই ধরনের শারীরিক সমস্যা দেখা যায়, তবে তিনি অবিলম্বে মিলের ডাক্তার বা মিল মালিকের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

আপনারা সবাই সুস্থ্য ও নিরাপদ থাকুন, এই কামনা করি

ড. গৌরাঙ্গ কর
নির্দেশক
আই.সি.এ.আর-ক্রিজাফ,
নীলগঞ্জ, ব্যারাকপুর,
কোলকাতা-৭০০১২০, পশ্চিমবঙ্গ

দ্বারা সংকলিত ও প্রকাশিত

Acknowledgement: The Institute acknowledges the contribution of Chairman and Members of the Committee of Agro-advisory Services of ICAR-CRIJAF; Heads of Crop Production, Crop Improvement and Crop Protection division, In-charges of AINPNF and Extension section of ICAR-CRIJAF and other contributors of their division/section; In-charges of Regional Research Stations of ICAR-CRIJAF and their team; In-charge AKMU of ICAR-CRIJAF and his team for preparing this Agro-advisory (Issue No: 07/2020)

Copyright © ICAR-CRIJAF, Barrackpore